চাঁদের নগর

ফ্রেঞ্চ কলোনি থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো। চন্দননগরের ইতিহাস।

বিকাশ মুখোপাধ্যায়

আজ রবিবার যে সপ্তাহটি শেষ হচ্ছে তার গোড়ার দিন থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের গন্তব্য ছিল কলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা, চন্দননগর। সেখানকার বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো দেখার জন্যে মানুষের এই ঢল।

এখনকার আমরা চন্দননগর বলতে জগদ্ধাত্রী পুজোই বুঝি ঠিকই কিন্তু এই জনপদের ইতিহাস অনেক প্রাচীন আর বর্ণময়। সেই ১৮৮০ সালের ১ অগাস্ট এখানে তৈরি হয়েছিল করপোরেশন। যাঁর প্রথম মেয়র ছিলেন চার্লস ডুমিনি।

চার্লস ডুমিনি শুনতে একটু কেমন লাগছে তাই না। এ তো ঠিক ইংরেজদের নাম নয়, তা হলে? ইনি ছিলেন একজন ফরাসি। একদা ফ্রান্স থেকে আসা ব্যক্তিটি কী করে মেয়র হলেন সেটা বলার আগে আমরা এই শহর বা নগরের নাম চন্দননগর হল কেন সেটা একটু দেখি। এ ব্যাপারে নানারকম মত আছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল, গঙ্গার পাশে থাকা এই শহর নদীর ওপর থেকে দেখলে এর সীমানাটা ঠিক অর্ধেক চাঁদের মতো দেখতে লাগে। তাই চাঁদের নগর, লোকমুখে পাল্টাতে পাল্টাতে চন্দননগর হয়েছে। দ্বিতীয় মত, একদা এখানে চন্দনকাঠের ব্যবসা চলত, তাই চন্দননগর, আজকের দিনে অবশ্য তার তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর তৃতীয় মত, এখানের চণ্ডীমন্দির লোককথা অনুযায়ী যেখানের দেবী ছিলেন জাগ্রত তাঁর নাম থেকেই চণ্ডীর নগর থেকে অপভ্রংশে চন্দননগর হয়েছে।

চন্দননগর স্ট্যান্ড রোড

এই চন্দননগর একদা ছিল ফরাসিদের। ফ্রান্স থেকে এর দেখাশোনো হত। সেখান থেকে এতদূরে তাদের একটা কলোনি তৈরি হল কী ভাবে সেটা ভাবতে একটু অবাক লাগে ঠিকই, কিন্তু এখানেও সেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার কাহিনি আছে, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত দখলের মতো নয়। এখানকার মানুষেরা ফরাসিদের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে, তাদের ওপর যা আক্রমণ হয়েছে তা ইংরেজদের থেকেই। ইংরেজরা এর দখল নিয়েছে বারবার, আবার হস্তান্তরও হয়ে গিয়েছে, ফ্রান্সের অধীনে এসেছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, তখনও এটি ফ্রান্স শাসনাধীন। পরে বিনা রক্তপাতে চন্দননগর প্রথমে ভারতে মিশে তারপর পশ্চিমবঙ্গের অংশ হয়েছে। তার পুরো বিবরণ পরে দিচ্ছি, এখন শুরুর কথা।

চন্দননগর ক্যাথলিক চার্চ

চন্দননগরে ফরাসি বণিকরা স্থায়ীভাবে আসার অনেক আগেই দুপ্লেসি নামে এক ফরাসি এখানকার কিষাণপুর বলে একটি পল্লিতে বাস করতেন। ১৬৭৩ সালে তিনি প্রায় ৬০ বিঘে জমি কিনে তাঁর বাসস্থান তৈরি করেছিলেন। আর তাঁর থাকার জায়গাটিকে কেন্দ্র করেই ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। যার কথা সুদূর ফ্রান্সেও পৌঁছেছিল। সেখারকার একদল ব্যবসায়ী তখন এখানে এসে নবাব ইব্রাহিম খানের সঙ্গে দেখা করেন, তারপর ৯৪২ হেক্টর জমি কিনে পাকাপাকি এখানে থাকতে শুরু করেন। সেটা ১৬৮৮ সাল। ভারতবর্ষ তখন মুঘল সম্রাটের অধীনে। অথচ ইব্রাহিম খানের থেকে জমি কিনে ফরাসিরা প্রথমে ব্যবসা ও পরে এককভাবে এ এলাকার শাসনের দায়িত্ব নিয়ে নিল। সে সংবাদ মুঘল শাসকদের কানে পৌঁছেছিল কিনা কে জানে। বা সেভাবে তারা গা করেনি। তার একটা কারণ অবশ্যই শুধু ফরাসিরা নয়, এই গঙ্গার তীরের পরপর এলাকাগুলিতে তখন হল্যান্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি জায়গা থেকে আসা সওদাগরেরাও ব্যবসার পসার জমিয়েছিল। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাদের তেমন ঠোকাঠুকি হত না তার কারণ তারা এলাকার উন্নয়নেও যথেষ্ট খরচ করত।

নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির

আর ১৭৩০ সালে ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে চন্দননগর করপোরেশনের মেয়র হওয়ার পর এখানের ব্যাপক উন্নতি হতে থাকে। গঙ্গার তীরের স্ট্র্যান্ড, সরকারি আবাস যা এখন 'অ্যাস্তত দ্য চন্দননগর', সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের ভিতরের চ্যাপেলের উন্নতি এই সময়ই হয়। ফরাসি চন্দননগরকে আলাদা করে রাখার জন্যে দুটি গেট তৈরি হয়েছিল। যার একটি এখনও আছে। ১৯৩৭ সালে বাস্তিল দুর্গ পতনের সময় এটি নির্মাণ হয়েছিল, চন্দননগর টুরিস্টদের জন্যে একটি আকর্ষণীয় স্পট। এখানের বিবেকানন্দ মন্দির, মিউজিয়ম ও ইনস্টিটিউট যেখানে এখনও ফ্রেঞ্চ শেখানো হয়, পাতালবাড়ি যার নিচতলা গঙ্গার মধ্যে যেখানে একদা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে গিয়েছেন, হরিহর শেঠের নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির, বিশালাক্ষী মন্দির, জগন্নাথ দেবের সাবিনারা ঠাকুর বাড়ি, রাধানাথ সিকদারের হিমালয়ান মিউজিয়ম দেখার জন্যে দলে দলে লোক আসে। এখন আবার তৈরি হয়েছে কেএমডিএ পার্ক, শীতকালে যা পিকনিকে জমজমাট, এছাড়া আছে চন্দননগর হেরিটেজ মিউজিয়ম। এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও নানা তথ্য সংরক্ষিত আছে। চন্দননগর ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় জায়গা। এখানে তিনি বারবার আসতেন। এছাড়া আছে ১৭৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত নন্দদুলাল মন্দির, যা দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি নির্মাণ করান। এই ইন্দ্রনারায়ণই চন্দননগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো করেছিলেন।

ইংরেজরা অনেকবারই চন্দননগর আক্রমণ করে ও দখল করে। ১৭৫৬ সালে ব্রিটেন আর ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধলে রবার্ট ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন ১৭৫৭ সালের ২৩ মার্চ চন্দননগরকে নিজেদের হেফাজতে নেন। মিরজাফরের সঙ্গে এই চন্দননগরে বসেই ক্লাইভ ষড়যন্ত্র করেছিল। যার ফল, পরাধীন ভারত। ১৭৬৫ সালে প্যারিস চুক্তির জন্য চন্দননগর আবার ফরাসিদের হয়। ১৭৭৮-এ ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ, ব্যস হাতবদল। পাঁচ বছর পর সন্ধি, শাসক পাল্টাপাল্টি। ১৭৩৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় চন্দননগর ফরাসিদের হাত থেকে চলে যায়। শেষে ১৮১৬ সালে ফরাসিদের দখলে এলে ১৯৫০ সাল অবধি তারা রাজত্ব করে। চন্দননগরের বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড হলে গিলোটিনে চড়ানো হত। শেখ আবদুল ও হীরু বাগদি নামে দু'জন অপরাধীকে প্রথম মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে এই গিলোটিন প্রথা বেশিদিন ছিল না। ১৮৯৫-এর ২২ জুলাই শেষ গিলোটিন হয়। চন্দননগরের হাইকোর্ট ছিল ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে। একটু আগে বলা হয়েছে, ১৯৫০ অবধি চন্দননগর ফ্রান্সের দখলে ছিল, তাহলে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় সেখানের অবস্থা কী ছিল? তখন চন্দননগর স্বাধীন হয়নি। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ফরাসি সরকার জনমত নিলে দেখা যায়, এলাকার ৯৭ শতাংশ মানুষ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চান। ১৯৫০ এর মে মাসে চন্দননগরের ভারতের অধীন হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ ভারতের সঙ্গে যোগ হয়। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলতে লেগে যায় আরও সাড়ে তিনবছর। ২ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গে মেশে। শেষে একটা কথা বলি। অভিজাত এলাকা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর জৌলুষের কথা তো সর্বজনবিদিত। আরও একটা গর্বের বিষয় আছে। দশমীর দিন ভাসানের জন্যে এখানে সারারাত্তির ব্যাপী প্রতিমা, আলো, সাজ, বাজনা, নাচ, গান ইত্যাদি নিয়ে যে সুশৃঙ্খল বিশাল শোভাযাত্রা হয় তা আনন্দ অনুষ্ঠানের জন্যে সারা পৃথিবীতে হওয়া দীর্ঘতম মিছিলের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমটি ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোর কার্নিভাল।

তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় পাখির ছবি এঁকে পাঠাও আমাদের দপ্তরে। ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ০২.১১.২০১৭।

লিলিপুট

আমাদের ঠিকানা 'পুট', সংবাদ প্রতিদিন, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-৭২

'লিলিপুট' বিভাগে যে সব পুট ক্লাব সদস্যের আঁকা ছবি বেরোবে, তারা পাবে ইস্পেশাল পুট-প্যাক। ছবির সাইজ ১০"×৭" হওয়া চাই। তোমাদের গিফ্‌ট হ্যাম্পার দেবে

Fevicryl®

ও বয়েজ চকোলেট।

আমাদের ফোন করে চলে এসো।
(০৩৩) ৭১০০৭১৭১
(সোম থেকে শনি দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)

পুট মুকুট

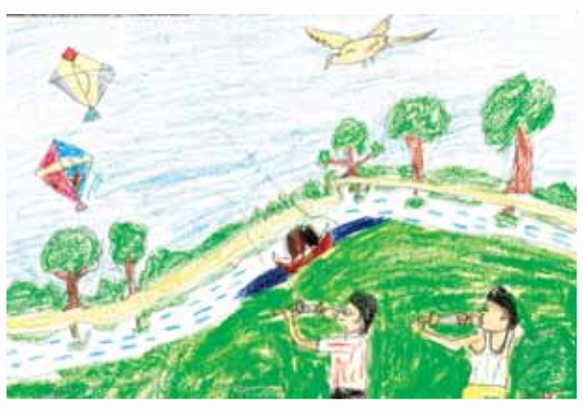

সৌমিক সাহা মেম্বারশিপ নং ১৮৭০

২ আরাধিতা পাইন মেম্বারশিপ নং ১৮৯২

৩ শর্বালিক চ্যাটার্জি মেম্বারশিপ নং ১৯২১

কনটেস্ট >> ৩৭৪

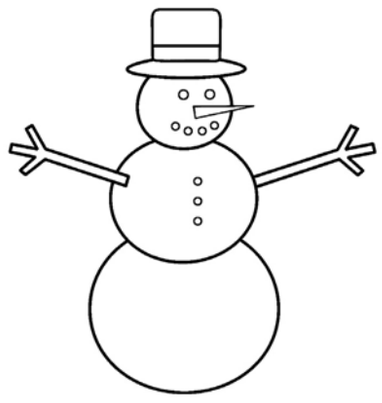

২-৬

যে সব পুট ক্লাব সদস্যদের বয়স দুই থেকে ছয়ের মধ্যে তোমরা এবার পাশে দেওয়া ছবি রং করে পাঠাও। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ০৫.১১.২০১৭

৬-১২

যে সব পুট ক্লাব সদস্যদের বয়স ছয় থেকে বারোর মধ্যে তোমরা এবার পাশে দেওয়া ছবি রং করে পাঠাও। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ০৫.১১.২০১৭

৬-১২

শারদ্যুতি কোলে মেম্বারশিপ নং ১৯০২

২-৬ সমৃদ্ধ মিত্র মেম্বারশিপ নং ১৮৯৭

কনটেস্ট ফর্ম

কনটেস্ট নম্বর ৩৭৪

নাম .....
মেম্বারশিপ নম্বর.....
বয়স.....
জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৫.১১.২০১৭

আমাদের ঠিকানা
'পুট ক্লাব' সংবাদ প্রতিদিন, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-৭২

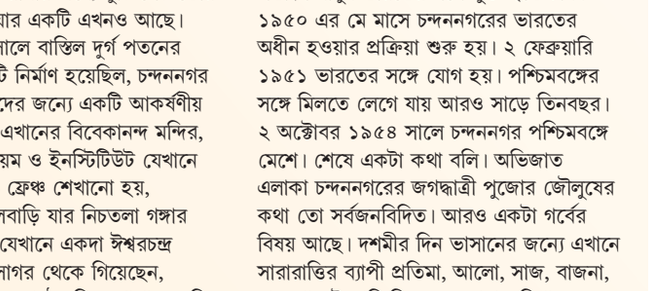

তোমরা কবে যোগ দিচ্ছ?

জানো তো? প্রতি রবিবার সংবাদ প্রতিদিনের মজায় ঠাসা রঙিন পাতা 'পুট'-এর ছোটদের নিজস্ব ক্লাব হল পুট ক্লাব। আর, প্রথম দানেতেই পুট ক্লাবে যোগ দিয়েছে অনেক অনেক মেম্বার। তোমরাও এক দৌড়ে চলে এসো। কারণ একমাত্র পুট ক্লাবেব মেম্বাররাই পুট-এর পাতায় প্রকাশিত যে কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও রয়েছে বছরভর মজার মজার উপকরণ।

প্রবেশ মূল্য ৩০০ টাকা

যাদের বয়স ১২ বছর বা তার কম তারাই কেবলমাত্র পুট ক্লাবের মেম্বার হতে পারবে। ফর্মের ফোটোকপি গ্রাহ্য করা হবে না। ফর্মের সঙ্গে দু'কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি ও বয়সের বৈধ প্রমাণ পাঠাতে হবে। মেম্বারশিপ মূল্য নগদ, চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট- এর মাধ্যমে জনা দেওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট ! চেক 'Pratidin Prakashani Private Limited'- এর নামে হবে।

নাম ..... বয়স.....
ঠিকানা .....
.....
ফোন নং .....
স্কুল ..... ক্লাস .....
পুট ক্লাব হেল্পলাইন নং- (০৩৩) ৭১০০৭১৭১
ফর্ম জমা দেওয়ার ঠিকানা * পুট ক্লাব, সংবাদ প্রতিদিন, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২

প্রতিদিন PUT CLUB

সৌমিলি কুন্ডু, জাহিদা খাতুন, ময়ূখ দাস, পুষ্পল দে। তোমার জন্মদিনে পুট ক্লাব জানায় অনেক শুভেচ্ছা। হাসিখুশি কাটুক তোমার বিশেষ দিনটি।
হ্যাপি বার্থডে!

দেশ ও রাজ্য

কম্বোজ

১৯৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় কম্বোজ পতাকা। নীল ও লাল রঙের ব্যান্ড রয়েছে পতাকায়। পতাকার মাঝে আঙ্কোরভাটের ছবি রয়েছে। আঙ্কোরভাট কম্বোজ-এর এক বিরাট মন্দির। ১২ শতকে মন্দিরটি নির্মিত হয়। ১২৬৬ হেক্টর জমির ওপর জুড়ে তৈরি মন্দিরটি।

ভার্নাল হ্যাঙ্গিং প্যারট

ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেখা মেলে ভার্নাল হ্যাঙ্গিং প্যারটের। টিয়া প্রজাতির এই পাখির গায়ের রংও গাঢ় সবুজ আর ঠোঁটের রং লাল। বটগাছের ফল ও ফুলের মধু এদের প্রধান খাদ্য। টিয়ার থেকে ভার্নাল হ্যাঙ্গিং প্যারট খানিক ছোট। গাছের গায়ের ফাটলে এরা বাসা বাঁধে। এদের গলার আওয়াজ তীব্র। এরা ইন্ডিয়ান লরিকিট নামেও পরিচিত।